ইউনিট ৫

শিক্ষা নির্দেশনা ও পরামর্শ দান

ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পাঠদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, প্রাচীন ভারতে বিদ্যাদান ছিল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের ব্যক্তিগত সম্মানের ব্যাপার। আবার গ্রীসের নগর রাষ্ট্র স্পার্টার (Sparta) পুরুষ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল বীরযোদ্ধা তৈরি করা। অর্থাৎ প্রাচীন কালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল আর গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থা রাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েরা কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতনা এবং গ্রীস দেশে মেয়েদের শুধুমাত্র যোগ্য মাতা হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। কারণ যে সময় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায় মনোবিজ্ঞানের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না বলে শিক্ষার আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক প্রাধান্য পেত। সভ্যতার উন্নতির সাথে শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকতা পেশা এবং শিক্ষাক্রম সবই বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন হল। দার্শনিক মূল্যবোধের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ। দেখা গেল ব্যক্তির বিবিধ বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পঠিত বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা উচিত। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে নৈতিক মূল্যবোধ দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকল। এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দিল।

ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয়ে শুধু বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় শিক্ষাদান নয় বরং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত এবং দলগত ভাবে নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। দৈনন্দিন জীবনে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় যখন আমরা দেখি একই পরিবারের সদস্য হয়ে একজন নার্স হয় অন্য একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে কিন্তু তৃতীয় সন্তানটি সঠিক ও সময়োচিত নির্দেশনার অভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

এই ইউনিটের ৮টি পাঠে রয়েছে বিদ্যালয়ভিত্তিক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।

পাঠ - ১ নির্দেশনার স্বরূপ
পাঠ - ২ নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ - ৩ শিক্ষামূলক নির্দেশনা
পাঠ - ৪ পরামর্শের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
পাঠ - ৫ পরামর্শের প্রকারভেদ
পাঠ - ৬ পরামর্শদাতার ভূমিকা
পাঠ - ৭ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক পরামর্শের প্রকৃতি
পাঠ - ৮ শিক্ষমূলক পরামর্শ কাজের উপাত্ত সংগ্রহ

পাঠ - ১

নির্দেশনার স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- নির্দেশনার সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- নির্দেশনার স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিক্ষক হিসেবে আমরা জানি, আগ্রহ না থাকলে কোন শিক্ষার্থীর্কে কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয় শেখানো সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর সামাজিক, পারিবারিক পরিবেশ ও বংশগতির উপর নির্ভর করে প্রাথমিক পরিবেশ তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে বংশগতি, প্রাথমিক পরিবেশ ও আগ্রহ, পূর্ববর্তী বছরগুলোর সাফল্য, ব্যর্থতা ইত্যাদির উপর ভর করে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের প্রতি সাড়া প্রদান করে আবার কোন কোন বিষয়ের প্রতি তার বিরক্তিবোধ বা ভীতি জন্মায়। মনোবিজ্ঞানীরা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে একজন শিক্ষার্থী একটি অনুকূল পরিবেশে বিদ্যালয়ে পাঠরত থেকে কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবে তা শ্রেণীকক্ষের সার্থক ব্যবস্থাপনা ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করলেও পাঠ্যবিষয় পছন্দ করার ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসত্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হয়।

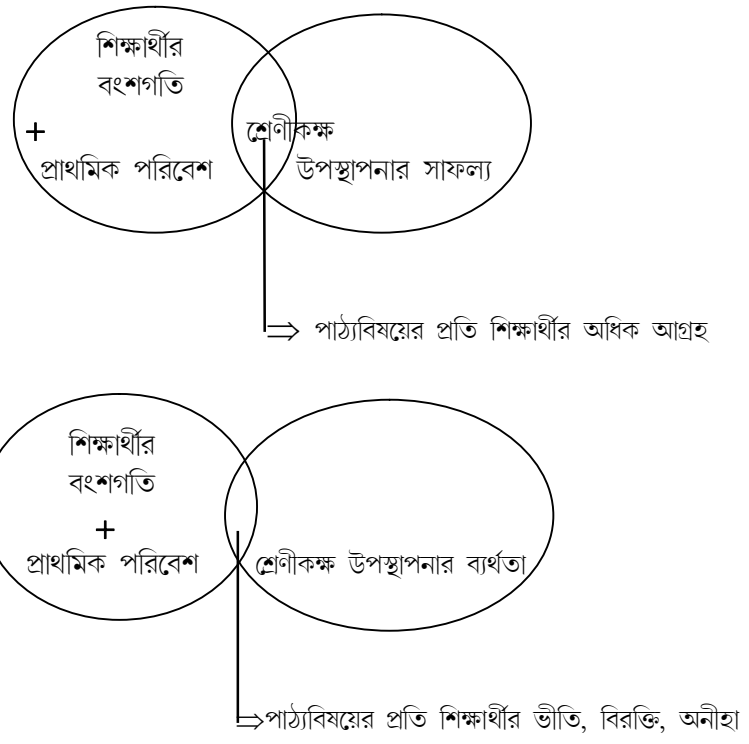

চিত্র ৫- ১.১ অনুকূল শ্রেণীকক্ষ পরিবেশের গুরুত্ব

শিক্ষাব্যবস্থায় যুগের দাবী

সাম্প্রতিক কালে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এর সাথে জড়িত হয়েছে। তা হল প্রগতিশীল যুগের দাবী। অর্থাৎ ৫ বৎসর আগেও সমাজে যে ধরনের শিক্ষিত পেশাজীবি তরুণের প্রয়োজন ছিল আজ সেই চাহিদার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। চাকুরীর বাজার, দেশীয় পণ্যের বাজার দর, মুদ্রার বিনিময় হার, প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার ইত্যাদি বিবিধ কারণে আজকের তরুণকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগ্রহের ভিন্নতা

আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, স্বাভাবিক ভাবেই কোন বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর নিকট একই (নৈর্বাচনিক) বিষয়গুচ্ছ আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারেনা। কারণ আগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তার ভিন্নতার কারণে সকল শিক্ষার্থী একটি বিশেষ বিষয়ের অনুধাবন ও প্রয়োগ ক্ষমতায় একই পর্যায়ের পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয় না।

সবাই একই ধরনের বিষয় পড়বে এ রকম বাধ্যবাধকতা বিদ্যালয়ে থাকতে পারে না।

মানসিক ক্ষমতার সমগ্রতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর আগ্রহের ভিন্নতা সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। এই শতাব্দীতে কিছু বিভিন্নমুখী বিশেষ প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস গল্টন (Sir Francis Galton) সহ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তি প্রতিভার উপর গবেষণামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে শিক্ষাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন যে, মানব সন্তানের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র সত্তায় ভিন্ন ভাবে মেধাবী হওয়ার কারণে তাদের শিক্ষার বিষয়বস্তুও পরস্পর স্বতন্ত্র হতে পারে। মানসিক ক্ষমতার বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মনোবিজ্ঞানীগণ মনকে কতকগুলো ফ্যাকালটি (faculty) তে বিভক্ত করেন, যথা- স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, বুদ্ধি, গাণিতিক সামর্থ ইত্যাদি। এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে মানসিক ক্ষমতার সমগ্রতা স্বীকৃত হয় এবং সামগ্রিক ক্ষমতার ভিত্তিতে যে শিশুর মধ্যে যে উপাদান অধিক পরিলক্ষিত হয় তাকে তার উপযুক্ততা ও পছন্দ অনুযায়ী বিষয় বা বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মেনে নেওয়া হয়।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কে স্বীকৃতি দেওয়ার পর দেখা দিল শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা।

মানসিক ক্ষমতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দসই বিষয় পাঠ করবে কারণ প্রত্যেকের পছন্দ ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে।

সাধারণ আলোচনার পর আসুন, এবার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দেওয়া কিছু সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করি আমরা।

নির্দেশনার সংজ্ঞা

নির্দেশনার সাধারণ অর্থ হল ''নির্দেশ করা''। অভিধান সম্মত অন্যান্য সাধারণ সমার্থক শব্দ হল পরিচালনা করা, পথ নির্দেশ করা। কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা আরো অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্দেশনার পরিধি পুরোপুরি ভাবে অনুধাবন করতে হলে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য বিশ্লেষণ করা দরকার।

Arthur J. Jones বলেন—

"Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems."

Nape বলেন—

"The process of help in learning and bringing effective changes in an individual is guidance."

শিক্ষার গতি নির্ধারণ এবং ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ পরিবর্তন সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করাই হচ্ছে নির্দেশনা। শিক্ষার সাথে, উপজীবিকার সাথে, স্বাস্থ্যের সাথে, নৈতিকতাবোধের সাথে এবং অবসর বিনোদনের সাথে ব্যক্তির সামঞ্জস্য বিধান করাই নির্দেশনার কাজ।

Ruth Strong বলেন—

''Guidance is the process of helping every individual through his/her own efforts."

ব্যক্তির স্বীয় প্রচেষ্টায় ও কর্মকুশলতায় সুপ্ত গুণাবলীর জাগরণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ ও সামাজিক মূল্যবোধ অর্জনের প্রক্রিয়াই হলো নির্দেশনা।

Kiston এর মতে—

"Guidance is individualized education."

নির্দেশনা ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা।

Crow and Crow বলেন—

"Guidance is assistance made available by personally qualified and adequately trained men or women to an individual of any age to help him manage his own life activities, develop his own points of view, make his own decisions and carry his own burdens."

পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এবং সমস্যা সমাধানের জন্য এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এটি সার্বজনীন সত্য। নির্দেশনা কেবল বিদ্যালয় বা পরিবারের নির্দিষ্ট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বাড়িতে, ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং শিল্প কারখানায়, সরকারী বেসরকারী কর্মকান্ডে, সামাজিক জীবনে, হাসপাতালে এবং জেলখানাতেও নির্দেশনার কাজ চলে। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে মানুষ সাহায্যপ্রার্থী এবং যেখানে মানুষ সাহায্য করতে পারে নির্দেশনা সেখানেই বর্তমান।

চিত্র ৫-১.২ ডায়াবেটিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাইবেটিস রোগীদের নিয়মিত সভা

সারাংশ

এই পাঠের শেষে আমরা বলতে পারি, শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা কাজে নির্দেশনার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন মনীষীর সংজ্ঞা থেকে নির্দেশনার বিশ্লেষিত রূপ এই দাঁড়ায়- শিক্ষার্থীকে তার সামর্থ, প্রবণতা, কৃতিত্ব মান এবং ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা।

পাঠোত্তর প্রশ্নমালা - ১

অ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। কোনটি নির্দেশনার সাধারণ অর্থ ব্যক্ত করে ?
- ক) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান
- খ) ব্যক্তির উপকার করা ও তার অভাব দূরীকরণে সাহায্য করা
- গ) ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা
- ঘ) ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া

২। মনের বিভাগ বা faculty কোনগুলো ?
- ক) স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, বিচার ইত্যাদি
- খ) কল্পনা, মুখস্ত করার ক্ষমতা, বিচার ইত্যাদি
- গ) শারীরিক শক্তি, স্মৃতি, যুক্তি, কল্পনা ইত্যাদি
- ঘ) শারীরিক গঠন, বুদ্ধি, গাণিতিক সামর্থ্য ইত্যাদি

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ''সবাই সব শিক্ষণীয় বিষয়ে সমান আগ্রহ খুঁজে পায় না'' এ যুক্তির উপযুক্ততা উপস্থাপন করুন।

২. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতি কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ? শিক্ষক প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থীকে কি রূপে পর্যবেক্ষণ করেন বলে আপনার ধারণা ?

৩. শ্রেণী কক্ষ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষক কি করে একাকী ৪০/৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি দেবেন ? এই অবস্থার উন্নতিকল্পে আপনার সুচিন্তিত মতামত লিখুন। মতামত যেন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

সঠিক উত্তর ঃ অ. ১। খ ২। ক

পাঠ ২

নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতি চিহ্নিত করতে পারবেন
- বিদ্যালয়ে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিক্ষা ও নির্দেশনার প্রকৃতি সনাক্ত করতে পারবেন।

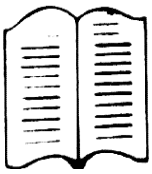

কিশোর বয়সের সমস্যা

কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধিকালে মানব সন্তানের জীবনে নানা প্রকার বিপরীতধর্মী কার্যাবলীর সমাবেশ ঘটে থাকে। তারা কর্মঠ হতে চায়, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মাধ্যমে বুঝাতে চায় যে, কোনও কাজে তারা অপারগ নয়। ফলে নানা ধরণের কাজ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু কার্যত দেখা যায় অভিজ্ঞতার অভাবে পদে পদে ভুল করে। ফলে, ব্যর্থতায় তারা নিরাশ হয়। কারণ শুধুমাত্র উদ্যম থাকলেই হয় না। যে কোন গঠনমূলক কাজের জন্য চাই সুনির্দিষ্ট, বাস্তবভিত্তিক পূর্ব পরিকল্পনা (advance plan)। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আবার যাচাই করে দেখতে হবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হবে তা কোন পর্যায়ের। যৌবনের উদ্দীপনা তরুণদের কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। কিন্তু কাজটি শেষ পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যে ধীর-স্থির ভাবগম্ভীরতা থাকা প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণদের মধ্যে তা থাকে না। এ সমস্ত কারণে অল্পেই তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে উৎসাহ দানের মাধ্যমে তাদের গতিশীল করতে হয়। ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে হয় এবং চলমান জীবনে কোন সমস্যার আবির্ভাব হলে কিভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে, সে সম্বন্ধে পরামর্শ দান করতে হয়।

> শিক্ষা নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা যারা প্রথমবারের মত চিহ্নিত করেন তারা হলেন রুশো, পেস্তালজ্জি।

বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন। শিক্ষার্থীরা নানা রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এ সময় অতিক্রম করে। একদিকে তারা নিজেদের বয়স্কদের তুল্য মনে করে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিলে ব্যর্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। অন্যদিকে যৌবনের উদ্দীপনার কারণে কাজে ব্যর্থ হয়েও সফলতার জন্য বাস্তব ভিত্তিক কার্যকর পরিকল্পনা তৈরির ব্যাপারে বয়স্কদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে না। এই চরিত্র বৈপরীত্য তাদের বড় সতর্কতার সাথে অনেক সময় প্রতিকুল পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করে। অনেক ধরনের কাজে তারা বয়স্কদের আদেশ নিষেধ এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়। বয়স এবং যুগের দাবিতে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু অভিজ্ঞ বয়স্করা তাদের এই এড়িয়ে যাওয়া প্রকৃতি চিহ্নিত করলে না পারলে তাদের ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চয়তার দিকে চলে যেতে পারে।

> বর্তমানে এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র আমাদের সমাজে ফুটে উঠছে ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে যুব সমাজ সঠিক পথ নির্দেশনার অভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

বয়ঃসন্ধিকালের তরুণের নিকট কর্মচঞ্চল শক্তির প্রতীক হিসেবে বিদ্রোহী কবি নজরুল এক বাস্তব উদাহরণ। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই তরুণেরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। একথা ভুলে

যাবার কোন অবকাশ নেই যে, তাদের কর্ম প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতির পক্ষে অনেক সময় সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সহজতর হয়েছে।

চিত্র ৫-২.১ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

তরুণ শিক্ষার্থীদের কর্মস্পৃহা নিরূপন ও বৃত্তি নির্বাচন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ তাদের প্রবণতা ও স্বকীয়তা তাদের একদিকে পরিচালিত করতে থাকে আর সহনশীলতা ও সামর্থ পরিচালিত করে অন্যদিকে। ফলে বিপরীত ধর্মী দ্বিমুখী আচরণের দ্বন্দ্ব তাদের অবস্থা বড় জটিল করে তোলে। এমতাবস্থায় তারা অনেক সময় নিজেদের পরিচালন করতে অপারগ হয়ে পড়ে। এজন্য বয়ঃসন্ধিকালে যুবক-যুবতীদের জন্য নির্দেশনা অপরিহার্য। বস্তুত এ সময়ের নির্দেশনার উপর তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপদ্ধতি বহুলাংশে নির্ভর করে।

বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা

দেশকাল ভেদে বয়ঃসন্ধিকালের তরুণ-তরুণীদের চাহিদাও বিচিত্র। মানসিক স্থিতিশীলতার অভাবে তাদের নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং এ বয়সের শিক্ষার্থীদের পদে পদে আহুত সমস্য া মোকাবিলার জন্য সহায়তা করতেই হয়।

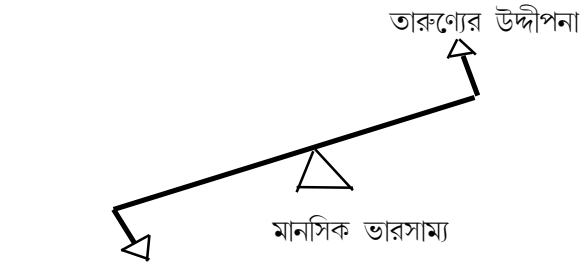

চিত্র ৫-২.২ মানসিক ভারসাম্য

শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক অবস্থা ও রুচি অনুযায়ী পারিবারিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে লক্ষ্য স্থির করার জন্য সহায়তা করতে হয় এবং পারিবারিক ও মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। বয়ঃসন্ধিকালে অনেকক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীদের আচরণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও হেয়ালীপূর্ণ প্রতীয়মান হতে পারে। এটা তাদের বয়সের সহজাত প্রবৃত্তি বা ধর্মরূপে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, নির্দেশনায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্যরা তাদের প্রতিটি আচরণ সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণগুলোকে গঠনমূলক আচরণে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে ব্যক্তি, সমাজ এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে সমগ্র দেশই উপকৃত হবে। তরুণ-তরুণীদের সম্ভাবনাময় জীবনকে ব্যর্থতার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে এবং সাথে সাথে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণের এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থা উপলব্ধি করেই গেয়েছেন, ‘‘আয়রে সবুজ, আয়রে অবুঝ, আয়রে আমার কাঁচা’’।

শিক্ষা ও নির্দেশনার সম্পর্ক

শিক্ষা ও নির্দেশনা মূলত একটি বড় কাজের দুইটি অংশ। শিক্ষা জীবন ব্যাপী ; শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক এবং নির্দেশনার ক্ষেত্র চিহ্নিত ও সীমাবদ্ধ। নির্দেশনা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনয়ন করে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা। দেখা গেছে, ব্যক্তি অপরের প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীতও শিক্ষালাভ করতে সক্ষম। কিন্তু নির্দেশনা কাজের জন্য ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে অপরের নিকট থেকে সাহায্য নিতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষ শিক্ষা এবং নির্দেশনা উভয়ই ব্যক্তি জীবনের কোন নির্দিষ্ট সময়ে নয়, সমগ্র জীবনব্যাপী প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তার সর্বাঙ্গীন ও সার্থক বাস্তবায়নে নির্দেশনার বড় ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার্থীর সামাজিক জীবনকে ফলপ্রসূ এবং ব্যক্তিগত জীবনকে সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলা যায় সময়োচিত ও উপযুক্ত নির্দেশনার দ্বারা। সে জন্যেই বলা হয় - প্রত্যেক নির্দেশনাই শিক্ষা ; কিন্তু সব শিক্ষাই নির্দেশনা নয়।

> শিক্ষা ও নির্দেশনার উদ্দেশ্য ঃ ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনয়ন করে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা।

শিক্ষক কি করবেন ?

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবিরত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের দৈহিক, মানসিক এবং চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ লক্ষ্য করলে শিক্ষকের অন্তদৃষ্টি খুলে যায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মেধার প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের ভিত্তি পরস্পর ভিন্ন ও অনন্য। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থী চিন্তাধারা, স্বভাব, প্রকৃতি, বুদ্ধিমত্তা এবং কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী অন্য সব শিক্ষার্থী থেকে আলাদা। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে তিনি শ্রেণীকক্ষে পাঠ উপস্থাপন, নির্দেশনা ইত্যাদি সব ধরনের কাজ পরিচালনা করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর উন্নতি-অগ্রগতি নির্ভর করবে শিক্ষকের এই ধরনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার উপর।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীতে অত্যধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা হেতু শিক্ষক সঙ্গত কারণে শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারছেন না। এর সাথে রয়েছে বিদ্যালয়ের নিজস্ব সুনাম রক্ষা ও বৃদ্ধি করার প্রশ্ন। কারণ এই সুনামের সাথে জড়িত থাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, পুরস্কার, পদক প্রাপ্তি ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সত্যিকার অর্থে নিজেদের জনহিতকর কাজে নিয়োজিত আছেন বলে মনে করেন তবে তারা যেমন মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন তার চেয়েও বেশি মনোযোগ দেবেন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির প্রতি। আর এ জন্যেই প্রতিটি বিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ বিভাগ থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে নির্দেশনা ব্যবস্থা থাকার ফলে শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষার্থীকে ঘনিষ্টভাবে জানার সুযোগ ঘটে এবং এতে করে শিক্ষার্থী সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে অন্তদৃষ্টির বিকাশ ঘটে।

> শিক্ষক শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক এবং চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

নির্দেশনার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্বাচনের কাজই কেবল সম্পন্ন হয় না, তার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা হয়। একজন মানুষ বিপরীত ধর্মী বহু চারিত্রিক গুণ নিয়ে জন্মলাভ করে।

চিত্র ৫-২.৩ বিপরীত ধর্মী চারিত্রিক গুণ

নির্দেশনার অভাবে সচরাচর এসব গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় না। আবার কিছু সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ দেখা যেতে পারে যেগুলোকে অবদমন করা প্রয়োজন অর্থাৎ নির্দেশনার দ্বারা দোষগুলি চেপে রেখে গুণগুলির বিকাশ লাভের চেষ্টা চালালে তা বহুলাংশে ফলপ্রসূ করা সম্ভব। মানসিক ক্ষমতার ভিত্তি, ব্যক্তিগত আগ্রহ ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনের পূর্বে শিক্ষার্থীর সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করে সফলতার সম্ভাব্য পরিধি স্থির করতে হয়। নির্দেশনার দ্বারাই শিক্ষার্থীর সুপ্ত গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন সম্ভব।

চিত্র ৫-২.৪ নৈর্বাচনিক বিষয় চয়ন সম্পর্কে আলাপরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

এতক্ষণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হল যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী মেধা, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির দিক থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় তার মেধা ও আগ্রহ ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু, শিক্ষার্থীরা সব সময় স্বীয় বিবেচনায় শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনে সক্ষম হয় না। অথচ ভুল বিষয় নির্বাচনের ফলে শিক্ষার্থীকে অনেক সময় অকৃতকার্যতার বোঝা বহন করতে হয়। সুতরাং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন কাজে সাহায্য করা প্রয়োজন এবং এ ধরনের আরো অনেক কাজে বিদ্যালয়ে নির্দেশনা বিভাগ থাকার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশিক্ষণার্থী ঃ আপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক এবং বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা দেওয়ার কি ব্যবস্থা রয়েছে ?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

অ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। কৈশোরে এবং বয়ঃসন্ধিকালে পদে পদে ভুল হওয়ার কারণ কি ?
- ক) অমনোযোগিতা
- খ) অভিজ্ঞতার অভাব
- গ) অক্ষমতা
- ঘ) কাজের প্রতি আগ্রহের অভাব

২। বিচিত্র চাহিদার সমাবেশ কোন সময়ে ঘটে ?
- ক) শৈশবে
- খ) বার্ধক্যে
- গ) কৈশোরে
- ঘ) বয়ঃসন্ধিকালে

৩। শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষার ক্ষেত্র কিরূপ ?
- ক) সীমাবদ্ধ
- খ) সংকীর্ণ
- গ) ব্যাপক
- ঘ) নির্দিষ্ট

৪। বিদ্যালয়ে নির্দেশনা দ্বারা শিক্ষার্থীর—
- ক) সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সহায়তা করা হয়
- খ) কেবল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্বাচনে সহায়তা করা হয়
- গ) একমাত্র কৃতকার্যতার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়
- ঘ) চরিত্র গঠন করা হয়

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নির্দেশনা বলতে কি বুঝেন ? নির্দেশনার স্বরূপ কি ?

২। ''বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের ক্রান্তিলগ্ন''—ব্যাখ্যা করুন।

৩। 'প্রত্যেক নির্দেশনাই শিক্ষা, কিন্তু কোন শিক্ষাই নির্দেশনা নয়'—নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

সঠিক উত্তর ঃ অ. ১। খ ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ ৩ শিক্ষামূলক নির্দেশনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- নির্দেশনার প্রকারভেদ করতে পারবেন
- শিক্ষামূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিক্ষা নির্দেশনার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করতে পারবেন।

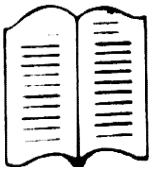

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ নির্দেশনার ক্ষেত্রকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের সুচিন্তিত যুক্তি ও আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসাবে নির্দেশনার সমগ্র ক্ষেত্রকে কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী মোট ৬টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে -

- শিক্ষামূলক নির্দেশনা
- বৃত্তিমূলক নির্দেশনা
- স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা
- ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ক নির্দেশনা
- অবসর বিনোদনমূলক নির্দেশনা
- আমোদ প্রমোদ বিষয়ক নির্দেশনা

শিক্ষামূলক নির্দেশনা

বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং নির্দেশনা প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও কাজ এবং পদ্ধতিতে এ দুইটির মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যাপক অর্থে আমরা শিক্ষা নির্দেশনা বলতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা জীবনে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আবেগিক বৃত্তিসমূহকে যথাযথভবে বিকাশ সাধনের বহিঃ প্রচেষ্টাকে বুঝে থাকি।

আর্থার ই ট্রাক্সলার বলেন, ''শিক্ষা নির্দেশনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের অনুরাগ, অভিরুচি, পারগতা ও ব্যক্তিত্বের গুণাবলীকে বুঝতে দেয় এবং সেগুলোর উন্নতি বিধান করে ও তার শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সঙ্গতি বিধান করে।''

রুথ স্ট্রং বলেন, ''শিক্ষা নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে নিজ ক্ষমতানুসারে শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করে এবং নির্বাচিত বিষয়ে চরম উৎকর্ষ সাধন ও সার্থকতা অর্জনে সাহায্য দান করে।

মেয়রের মতে, ''শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ক্ষমতা নিহিত আছে সেগুলোর স্ফুরণ ও বিকাশ দ্বারা সুসংহত ব্যক্তিত্ব গঠন ও এসমস্ত গুণাবলীর বাস্তব রূপায়ণই শিক্ষা নির্দেশনার কাজ।''

ব্রয়ার এর ধারণা শিক্ষা নির্দেশনা নিম্নোক্ত কাজগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখে—

- সঠিক শিক্ষালাভ
- শিক্ষোপকরণের যথাযথ ব্যবহার
- বিদ্যালয়ের সকল কর্মসূচির সমন্বয় সাধন
- নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃংখলাবোধ, সাক্ষাৎদান ও আলাপচারিতা শেখানো
- লেখাপড়া ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা

ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাকে বাস্তবমূখী করে তুলতে হলে শিক্ষা নির্দেশনা অপরিহার্য। শিক্ষা নির্দেশনার অভাবে প্রায়শঃ শিক্ষার্থীরা সঠিক পথ খুঁজে পায় না। এতে একদিকে যেমন ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অন্যদিকে তেমনি সমষ্টিগতভাবে সমাজ দারুন অপচয়ের সম্মুখীন হয়। আমাদের দেশে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের সামর্থ ও অনুরাগের প্রতি খেয়াল না রেখে, অভিভাবকদের ইচ্ছানুসারে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়। এতে ভবিষ্যতে পেশা নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। শিক্ষা নির্দেশনা পরীক্ষার্থীকে পাঠের অভ্যাস গঠনে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। অনেক শিক্ষার্থী বোর্ডের বা পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মানসিক উত্তেজনায় সামর্থের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কলেজে এমন সব বিষয় নিয়ে ভর্তি হয় যে, কিছুদিন যেতে না যেতে তারা ভুল বুঝতে পারলেও বিষয় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে এক ধরনের হতাশাবোধ জন্মায়। কলেজে ভর্তি বিভাগের সাথে শিক্ষা নির্দেশনা বিভাগ থাকলে শিক্ষার্থীকে সঠিক পথ নির্দেশ করা সম্ভব হয়।

আদর্শ সমাধান

প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি ''নির্দেশনা সেল'' বা ''নির্দেশনা বিভাগ'' থাকা উচিত। অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী এবং তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এখানে কাজ করবেন। এদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্পষ্ট যুগোপযোগী তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞ হিসেবে এরা জানবেন আগামী ৪/৫ বছরে দেশে কি ধরনের চাকুরির চাহিদা থাকবে। এবং সে অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনে পরামর্শ দেবেন। শিক্ষা নির্দেশনার দ্বারা বহু যুব অপরাধও ঠেকানো সম্ভব। দেশের জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে শিক্ষা নির্দেশনা। শিক্ষা নির্দেশনার প্রভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী তার সামর্থ অনুযায়ী উন্নতি সাধন করে কর্মজীবনে এক সুদক্ষ কর্মী হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, সৃজনশীল ব্যক্তি এবং চরিত্রবান নাগরিক রূপে নিজকে গড়ে তুলতে পারে। এক কথায়, শিক্ষা নির্দেশনা শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তার স্বাভাবিক বিকাশ লাভে সহায়তা ছাড়াও শিক্ষার্থীর সর্ববিধ উন্নতি বিধানে নিশ্চয়তা দিতে পারে।

> বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগ্রহী হলে প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষ নির্দেশনা দানকারীদের খন্ডকালীন নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে শিশু তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত্ত এক মধুর স্নেহময় পরিবেশে দিন কাটায়। পাঁচ বৎসর শেষে যখন তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং যেদিন সে প্রথম সতীর্থ শিক্ষার্থীদের সাথে বিদ্যালয়ের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার মধ্যে এক মানসিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

তার পরিচিত গৃহ ও সামাজিক পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের এই পরিবেশ একেবারে ভিন্ন। প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের বিধি, নিয়ম কানুন মেনে চলা এবং শৃংখলা রক্ষা করা প্রথম প্রথম তার কাছে বেশ কষ্টকর মনে হয়। কেননা, সকলের আদুরে শিশুটি ছিল স্বাধীন এবং চেনা গন্ডির মধ্যে অভিভাবকের দৃষ্টিশক্তির মধ্যমনি। আমাদের দেশে অভিভাবক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরা খুব কম সময়েই চিন্তা করি -এভাবে একটি শিশুকে একটি অতি পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশ থেকে এনে অন্য একটি কঠোর সামাজিক পরিবেশে হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়া উচিত কিনা? উন্নত দেশসমূহে এ ধরনের পরিবেশে শিশুকে স্বাভাবিক পারিবারিক চিত্র দেওয়ার জন্য নানা ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষকের সাথে প্রতিটি শ্রেণীতে এক থেকে দুইজন করে সাহায্যকারী থাকেন। শ্রেণীকক্ষের কোন গুরুগম্ভীর পরিবেশ যেন শিশু মনে ভীতির সঞ্চার না করে তার জন্য কক্ষটিকে সুন্দর করে সাজানো হয়, এমনকি শিশুশ্রেণী, খেলাঘর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বিশ্রামের জন্য একটি ছোট স্থানও নির্দিষ্ট করা থাকে। এ সবই করা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা মনোবিদদের পরামর্শ অনুসারে।

চিত্র ৫-৩.১ মায়ের আদুরে শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশ

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মন্তেসরী বলেছেন - শিশুকে তার কৃতকর্মের জন্যে কোন বাহ্যিক শাস্তি দেওয়া যাবেনা। শাস্তিযোগ্য কোন কাজ করলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাকে বসতে বলা হবে পরবর্তীতে অনুতপ্তবোধ করলে সে নিজে থেকে উঠে এসে শিক্ষকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। মন্তেসরীর এ বক্তব্য এখন এক প্রতিষ্ঠিত সত্য উন্নত বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা বলতে পারি, প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু প্রথমবারের মত গৃহ ছেড়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করল বলে তাদের জন্য গুরুগম্ভীর সাহায্যকারী বা নির্দেশনা দানকারীর প্রয়োজন নেই। তাদের তবে কিসের প্রয়োজন ? শিশুদের প্রয়োজন মা বা স্নেহদানকারী এক মাতৃমুর্তি। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এ ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহে নিয়োজিত নির্দেশনা দানকারী যে কাজ করেন তা হল ঃ

—শিশুকে অপরিচিত পরিবেশে নিসংকোচে চলাফেরা করার সাহস প্রদান করেন
—পড়াশুনা করার সহজাত পরিবেশ তৈরি করেন
—শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্র যেন গুরুগম্ভীর রূপ ধারণ না করে সে দিকে দৃষ্টি দেন

মনোবিজ্ঞান সম্মত কারণে এ সমস্ত দেশে তাই প্রথমেই শ্রেণীকক্ষে অক্ষর পরিচিতি বা সংখ্যা গণনা শুরু করা হয় না।

শিশুর পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চিত্র আঁকা, গান গাওয়া, চিত্রের বিভিন্ন অংশ সংযোজন করে সম্পূর্ণ অংশ খুঁজে বের করা ইত্যাদি স্বাভাবিক কাজ দেওয়া হয়।

চিত্র ৫-৩.২ উন্নত বিশ্বের প্রাথমিক বিদ্যালয় কক্ষের দৃশ্য

কিন্তু আমাদের দেশে কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এভাবে শেখানো হয় ? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় না। প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা শিশুদের জন্য এক ভয়ানক আতংকের বিষয়। আবার প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পরই শুরু হয় কড়াকড়ি গুরুগম্ভীর পরিবেশে বিদ্যাদান আর জ্ঞান অর্জনের পালা।

মহিলা শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্বন্ধীয় নির্দেশনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আমাদের নেই। তবে আশার বিষয়, দেশের শিক্ষাবিশারদরা উপলব্ধি করছেন যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ যে দায়িত্ব পালন করেন তা পুরুষ শিক্ষকের চাইতে মহিলা শিক্ষকের পক্ষে বেশি মানানসই। বর্তমানে তাই অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মিলে গঠন করা হয়েছে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

BRAC পরিচালিত ৩০০০ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষক শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন।

পরের পাঠে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দেশনার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৩

অ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। নিচের কোনটি সঠিক নয় ?
- ক) শিক্ষা ও নির্দেশনা সমার্থক
- খ) শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে
- গ) শিক্ষা নির্দেশনা বিদ্যালয়ের কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করে
- ঘ) শিক্ষা নির্দেশনা বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করে

২। কোনটি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের ধারণা ?
- ক) প্রাথমিক শিক্ষায় পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক সমান পারদর্শী
- খ) পুরুষ শিক্ষক অধিক উপযোগী
- গ) মহিলা শিক্ষক অধিক উপযোগী
- ঘ) প্রাথমিক পর্যায়ের পুরুষ শিক্ষকদের দীর্ঘ মেয়াদী উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন

আ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তৃতীয় পাঠে উপস্থাপিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে কোনটি আপনার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন ? ব্যাখ্যা করুন।

সঠিক উত্তর ঃ অ. ১। ক ২। গ

পাঠ ৪

পরামর্শের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- পরামর্শ বলতে কি বুঝায় ?
- পরামর্শের স্বরূপ
- পরামর্শ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের মতামত।

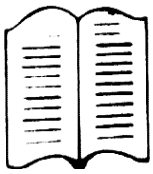

কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। স্বীয় প্রচেষ্টায় কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারলে কোন অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়, পরামর্শ নিতে হয়।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞাগুলো নিম্নরূপ -

সংজ্ঞা

রবিনসন বলেন - একজন আশ্রয়দাতা ও আরেকজন আশ্রিত ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত যাবতীয় অবস্থাকে পরামর্শ বলা হয়। আশ্রয়দাতার পরামর্শে আশ্রিত ব্যক্তি নিজস্ব ব্যক্তিসত্ত্বা ও পরিবেশের সাথে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ লাভ করে।

রুথ স্ট্রং এর মতে - পরামর্শ দ্বারা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ঘটে, তার মধ্যে নিহিত ক্ষমতাবলি শক্তিশালী হয়, ফলশ্রুতিতে সে তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে সমর্থ হয়। (অর্থাৎ এখানে পরামর্শক সরাসরি সমাধান দেন না)

কার্ল রোগার এর বক্তব্য - এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা করে, তাই পরামর্শ।

ট্র্যাকসলার বলেন - ব্যক্তির সমস্যায় ব্যক্তির নিজস্ব ও কোন সংস্থার যৌথ চেষ্টার অবস্থাকে পরামর্শ বলা হয়।

এ্যানড্রিউ এর মতে - পরামর্শ একটি পারস্পরিক ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা। এটা দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। তাদের একজন নিজের সার্বিক উন্নতির দ্বারা জীবনের লক্ষ্যে পৌছার জন্য অপর একজন দক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তির সাহায্য কামনা করে।

রেন বলেছেন - পরামর্শ হচ্ছে দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ও গতিশীল পরিস্থিতি। তাদের মধ্যে একজন বেশি বয়স্ক, জ্ঞানী, গুণী, অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী, অপরজন অল্প বয়স্ক, অনভিজ্ঞ ও সমস্যাগ্রস্ত। একজন পরামর্শ গ্রহীতা, অপরজন পরামর্শদাতা।

জোনস এর মন্তব্য - দুই ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা দ্বারা সমস্যার একটি পরিষ্কার চিত্রাংকন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করাই পরামর্শ। পরামর্শ হচ্ছে একটা সমবায় বা যৌথ প্রচেষ্টা। পরামর্শের অন্তর্গত শিক্ষার্থীগণের কর্তব্য হবে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে উদ্ভুত সমস্যার মোকাবেলা করা, নিজকে ব্যক্ত করার সৎসাহস অর্জন করা। নিজেকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া আর জীবনের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা। অপরপক্ষে পরামর্শদাতার কর্তব্য হবে অর্ন্তদৃষ্টি তৈরি করার চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করা, ব্যক্তির যাবতীয় চাহিদার প্রতি কার্যকরীভাবে অকপটে ও নিরলসভাবে সাড়া দেওয়া।

পরামর্শ কাজে দু'জন ব্যক্তির সক্রিয় ভুমিকা বিদ্যমান। একজন পরামর্শদাতা আরেকজন পরামর্শ গ্রহীতা। প্রথম ব্যক্তি সমস্যা জর্জরিত জীবনের উদ্ধার কল্পে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট গমন করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেন পরবর্তীতে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে তাকে সমস্যামুক্ত হবার জন্য সম্ভাব্য যে উপদেশ প্রদান করেন তাই পরামর্শ।

চিত্র ৫-৪.১ পরামর্শদাতা ও গ্রহিতা

পৃথিবীতে কোন মানুষই নিরবচ্ছিন্ন সুখী অথবা দুঃখী জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার যেমন শেষ নেই তেমন মনে রাখতে হবে কোন মানুষের ক্ষমতাও অসীম হতে পারে না। নিজস্ব পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন অনেক সময় বিবিধ চলকের উপর নির্ভর করে এবং মানুষের চারপাশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের নানাবিধ উপাদান বিরাজমান। এর মধ্যে কিছু সহায়ক, বন্ধু ভাবাপন্ন আবার কিছু প্রতিকুল, অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করে।

আমরা এবারে দেখব, একজন শিক্ষার্থীর জীবনে সাফল্য বা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এমন পরিবেশগুলি কি কি -

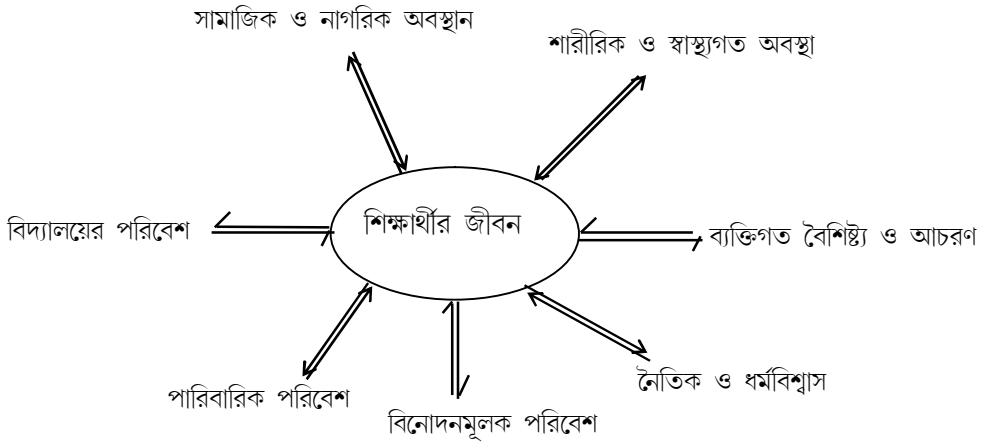

চিত্র ৫-৪.২ শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

এ সবের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য অনেক সময়ই ঐ বিশেষ শিক্ষার্থীর মন মানসিকতার অনুকূলে কাজ করে না। সহায়ক পরিবেশই তখন তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি করে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রত্যেক মানব শিশুকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে নানা ধরনের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

এ সমস্ত বাধা বিপত্তি খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূর হয়ে গেলে শিক্ষার্থী বিশেষ অসহায় বোধ করে না। কিন্তু বাধা যদি একের পর এক আসতে থাকে তবে তা অবিরত ভাবে কাটিয়ে ওঠার মত দৃঢ় মনোবল সব শিক্ষার্থীর মধ্যে নাও থাকতে পারে। এ সময় তার আশপাশে বুদ্ধিমান, সহৃদয়, পরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তিনি সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তা হয় না। পরিচিত ব্যক্তিবর্গ নিরপেক্ষভাবে মতামত প্রদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে থেকেই অস্বস্থি বোধ করে।

পারিবারিক অবস্থা

আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বেশিরভাগ সময় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সাথে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। বাবা সাধারণত চাকুরী নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, মা চাকুরীজীবি না হলেও বেশির ভাগ সময় গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকেন। ভাইবোনরাও নিজেদের পরিচিত পরিবেশে ব্যস্ত থাকে। এ রকম অবস্থায় পরিবারের একজন সদস্যের বিশেষ কোন অসুবিধা বা ঝামেলার সৃষ্টি হলে সে অনেক সময় পরিবারের সামনে নিজের বিব্রতকর চিত্র তুলে ধরতে চায় না।

উদাহরণ

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্বচ্ছ হবে। যেমন, মনে করুন আপনার শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী তার গণিতের বাড়ীর কাজের খাতাটি হারিয়ে ফেলেছে। বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়ীর কাজ আনছে না। আপনার ধমকের ভয়ে হয়ত বা সে বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে খাতা কিনল বা কোন সহপাঠী কে ব্যাপারটি জানাল। সহপাঠী আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ছিল দুষ্টু প্রকৃতির। সে হয়ত বুদ্ধি দিল অন্য এক সহপাঠীর টিফিনের পয়সা চুরি করে খাতা কিনে নিতে। এরপর ধরা পড়ায় আপনি তাকে শাস্তি দিলেন। (ভিতরের ঘটনা জানতে চাইলেন না।) ফলশ্রুতিতে কি হবে ? ছেলেটির মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ বা জেদ সৃষ্টি হতে পারে।

অন্য আর একটি অবস্থার কথা মনে করুন। উচু শ্রেণীর কয়েকজন সহপাঠী বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষকদের লুকিয়ে দল বেঁধে সিগারেট খাচ্ছে। একদিন তারা এক নিরীহ সহপাঠীর মুখে সিগারেট গুজেঁ দিল। আর ঠিক সে মুহূর্তেই আপনি দেখে ফেললেন। ছেলেটির অন্যান্য সহপাঠী এর মধ্যেই পালিয়ে গেছে। আপনি এই নিরীহ ছেলেটিকেই দেখে ধমকে দিলেন। ওর মধ্যে দুই ধরনের চিন্তা কাজ করতে পারে -

——আর কোনদিন এ কাজ করবে না

——যেহেতু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজটি প্রথম বারের মত করেই ছেলেটি শাস্তি পেল তাই জেদবশত এর পর সে প্রকাশ্যেই কাজটি করবে।

এ ভাবে হাজারো ছোটখাট বাধা বিপত্তি থেকে ক্রমশ বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুইটি ক্ষেত্রেই খোলাখুলি পরামর্শ পাওয়ার মত ব্যবস্থা থাকলে দুজনেই তা সানন্দে গ্রহণ করত এবং বিপথে যাবার আশংকা থাকত না।

এবার আসুন, আমরা তরুণ বয়সের শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিয়ে কিছু আলোচনা করি।

চাহিদার প্রকারভেদ

আমরা জানি, মানুষের চাহিদাসমূহকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

- শারীরিক
- মানসিক

- আবেগিক
- সামাজিক

কোন এক ধরনের চাহিদা যদি দীর্ঘদিন ধরে অপুর্ণ থেকে যায় তবে তা মানুষের মনে হতাশাবোধ জন্ম দেয়। এই হতাশার পুঞ্জীভূত রূপই আবার অপরাধবোধের জন্ম দেয়। সাধারণভাবে পরিবার পরিজন বা পরিচিতজন সব সময় অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তির সমস্যা অনুধাবন করতে পারে না। তখন তার বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কাজেই বয়স এবং সমস্যাভেদে পরামর্শের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণত যে কয় প্রকারের ভিন্নধর্মী পরিবেশে নিজেকে সঁপে দিতে হয় তা হল-

পরিবেশের প্রকারভেদ

- গৃহ পরিবেশ
- বিদ্যালয় পরিবেশ
- সামাজিক পরিবেশ
- কর্মস্থলের পরিবেশ

এ সমস্ত পরিবেশের সুস্থ, স্বাভাবিক রূপ কোন কারণে বদলে গেলে তা পরিবেশে অবস্থানকারী সবার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার উপর নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষ এ সমস্ত প্রতিকুল প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চায় ; কিন্তু সবাই একাজে সফল হয় না।

বিদ্যালয়ে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয় তার অনেকগুলোর সমাধান সমষ্টিগত ভাবেই করা হয়। যেমন - ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থী যেন একই শ্রেণীতে পাশাপাশি বসে পড়াশুনা করতে পারে সেজন্য সবার একই পোশাক বা uniform এর ব্যবস্থা রয়েছে। সবাই মূলত একই বই খাতা ব্যবহার করছে। এবং শিক্ষক নীতিগতভাবে সব শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি সুষম দৃষ্টি দেন। কিন্তু তাতে কি বিদ্যালয়ের পরিবেশ সব সময়ই শান্তিপূর্ণ থাকে ? অপরাধ সংগঠিত হলে শিক্ষক ব্যস্ততার দরুন তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ''পরামর্শ দান বিভাগ'' থাকলে বিষয়টি শ্রেণী শিক্ষককে বিচলিত করত না। ঐ বিভাগের বিজ্ঞ পরামর্শদাতার কাছে এই বিশেষ শিক্ষার্থীকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তিনি বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর তার সুচিন্তিত রায় দিতেন।

মনে রাখবেন, পরামর্শদাতা নিজের গরজে পরামর্শ প্রদান করেন না। পরামর্শ গ্রহীতা যখন পরামর্শদাতার নিকট গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বলেন, তখন পরামর্শদাতা সমস্যার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য সমাধানের কথা বলেন, পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

''পরামর্শ দান বিভাগ'' এর অনুপস্থিতির কারণে আমাদের দেশের শিক্ষকদের পরামর্শ দাতার ভূমিকা পালন করতে হয়। সুতরাং পরামর্শের প্রকৃতি, প্রকারভেদ, প্রদানের কলা-কৌশল সম্বন্ধে সব শিক্ষককে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে।

এর পরের পাঠে আমরা পরামর্শের প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পাঠোত্তর প্রশ্নমালা -৪

অ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

1. ''এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে নিজের দৃষ্টি ভঙ্গি ও আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা করে তাই পরামর্শ'' কার্ল রোগার এর এই বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

2. শিক্ষার্থীর জীবনে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক চাহিদার একটি করে বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করুন।

3. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর জীবনে গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ সহায়ক এবং বিপরীত ধর্মী এই রকম দুইটি বাস্তবধর্মী উদাহরণ প্রদান পূর্বক সমাধান ব্যাখ্যা করুন।

4. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের একই পোশাক পরতে বাধ্য করা হয় এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন।

পাঠ ৫

পরামর্শের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- পরামর্শের প্রকারভেদ করতে পারবেন
- প্রত্যেক প্রকার পরামর্শ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

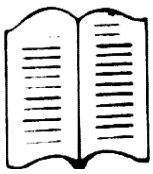

প্রকারভেদ অনুসারে মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ পরামর্শকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা - নির্দেশিত পরামর্শ ও অনির্দেশিত পরামর্শ।

নির্দেশিত পরামর্শ

নির্দেশিত পরামর্শ বলতে সমস্যা বিজড়িত ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধানের জন্য সরাসরি নির্দেশ প্রদানকে বুঝায়। যদিও পরামর্শ বলতে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদানকেই বুঝায়, তবুও নির্দেশিত পরামর্শের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা নিজ হাতে সমস্যার সমাধান করে দেন না। তিনি পরামর্শ গ্রহীতাকে শুধু নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ব্যক্তি নির্দেশ বিবেচনা করে বা অনুসরণ করে নিজেই সমাধানের উপায় খুঁজে নেয় এবং তদানুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং নির্দেশিত পরামর্শকে একদিক থেকে নির্দেশনাও বলা চলে। নির্দেশিত পরামর্শের প্রকৃতি হলো-

- প্রয়োজনের সময় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার প্রতি এবং সমাধানের উপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়।
- সাক্ষাৎকারের সময় পরামর্শদাতা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিক পরিমাণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।
- পরামর্শদাতা তথ্য সরবরাহ দ্বারা, ব্যাখ্যা দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা তার বিষয়ীর চিন্তাধারাকে সমস্যা সমাধানমুখী করে দেন, তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ করে দেন অর্থাৎ সমস্যা সমাধানের উপায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূলে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন।

অনির্দেশিত পরামর্শ

অনির্দেশিত পরামর্শ বলতে সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি যখন সাহায্যের আশায় পরামর্শ দাতার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরামর্শদাতা তাকে সরাসরি সমাধানের উপায় বলে না দিয়ে শুধু পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন যার দ্বারা সে নিজেই সমাধানের উপায় খুঁজে নিতে প্রয়াস পায় এ রূপ অবস্থাকে বুঝায়।

প্রখ্যাত মনোবিদ রোগার এর মতানুসারে অনির্দেশিত পরামর্শের প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ

- পরামর্শ গ্রহীতা সমস্যা সমাধানকল্পে পরামর্শদাতার সাহায্য কামনা করে।
- পরমর্শদাতা প্রত্যক্ষভাবে কোন সমস্যা সমাধানের কোন উপায় দেখিয়ে দেন না। কিন্তু তিনি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারেন যাতে করে পরামর্শগ্রহীতার অন্তদৃষ্টি খুলে যায় এবং সে নিজেই উপায় বের করতে সক্ষম হয়।
- পরামর্শদাতা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহীতার মনোভাব বুঝার চেষ্টা করেন।
- পরামর্শদাতা সহানুভূতির সঙ্গে পরামর্শ গ্রহীতার যাবতীয় দোষগুণকে সমান মর্যাদায় গ্রহণ করেন।

- পরামর্শদাতা বন্ধুসুলভ আচরণ করেন যাতে করে পরামর্শ গ্রহীতা নির্দ্বিধায় খোলাখুলিভাবে নিজের সমস্যার কথা ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।
- পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহীতার পক্ষে সমাধানের পথটি সহজ হতে থাকে।
- আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধা হয়।
- সমাধানের পথ বের হবার পর থেকেই সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কমে আসে এবং পরামর্শ গ্রহীতা পরামর্শদাতার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটি কমিয়ে দেয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিত ও অনির্দেশিত দুই ধরনের পরামর্শের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে বর্তমানে যে ধরনের পরামর্শব্যবস্থা রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ দিনের শুরুতে মাঠে শ্রেণী অনুযায়ী সারিবদ্ধ হয়। কোরআন তেলাওয়াত, জাতীয় সঙ্গীত সমবেতভাবে গাওয়া হয়। এরপর দৈনিক বা সাপ্তাহিক নিয়মানুসারে প্রধান শিক্ষক কিছু সাধারণ উপদেশ, পরামর্শ দেন। বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গকারীদের খুঁজে বের করা হয়। নিজেকে শোধরাবার প্রাথমিক চূড়ান্ত নোটিশ উচ্চারণ করা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কোন ভাবে শোধরানো সম্ভব হয়না সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের অবহিত করা হয়। বিদ্যালয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। এ ছাড়াও রয়েছে শ্রেণী শিক্ষক প্রদত্ত ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন পরামর্শব্যবস্থা।

কিন্তু আজকের যুগের দাবিতে এ সমস্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট এবং সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া সব ধরনের পরিস্থিতিতে পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব নয় এবং পরামর্শ গ্রহীতাও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া বিষয় শিক্ষককে পরামর্শদাতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারছে না। এরই একটি বাস্তব উদাহরণ হল - জনমাধ্যম ব্যবহার করে তরুণ সমাজকে ড্রাগ, এইড্‌স সম্বন্ধে হিতোপদেশ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা স্বল্পতাকে জনপ্রিয় মাধ্যমের ব্যবহার দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে কুসংস্কার, অপসংস্কার এর প্রভাবে পরামর্শের একটি ব্যাঙ্গাত্মক রূপ এখনো আমাদের সমাজে বেশ পাকাপোক্ত ভাবে রয়েছে। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ''লালসালু'' গল্পের মজিদের বিখ্যাত একটি উক্তি ''তবু যা হোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে''। অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষার অভাবজনিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিও সমাজে পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার দুঃসাহস দেখায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫

অ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। অনির্দেশিত পরামর্শের ক্ষেত্রে কোনটি ঘটে ?
- ক) পরামর্শদাতা অত্যন্ত কঠোর আচরণ করেন
- খ) সমাধানের পথ বের হবার পর সাহায্যের প্রয়োজন কমে যায়
- গ) পরামর্শদাতা স্ব-প্রণোদিত হয়ে পরামর্শ দেন
- ঘ) পরামর্শদাতা গ্রহীতার বাড়ী গিয়ে খোঁজ নেন

২। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কোনটি ঘটে ?
- ক) পরামর্শদাতার অন্তঃদৃষ্টি খুলে যায়
- খ) পরামর্শ গ্রহণকারীর অন্তঃদৃষ্টি খুলে যায়
- গ) দাতা ও গ্রহণকারী উভয়েরই অন্তঃদৃষ্টি খুলে যায়
- ঘ) দাতা ও গ্রহণকারীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়

৩। কোন ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা সরাসরি পরামর্শ দেন ?
- ক) নির্দেশিত ও অনির্দেশিত পরামর্শের ক্ষেত্রে
- খ) অনির্দেশিত পরামর্শের ক্ষেত্রে
- গ) নির্দেশিত পরামর্শের ক্ষেত্রে
- ঘ) কোন ক্ষেত্রেই নয়

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নির্দেশিত ও অনির্দেশিত পরামর্শের মধ্যে সরাসরি কোন পার্থক্য সনাক্ত করা সব সময় সম্ভব নয় - ব্যাখ্যা করুন।

সঠিক উত্তর ঃ অ. ১। খ ২। খ ৩। গ

পাঠ ৬

পরামর্শদাতার ভূমিকা ও যোগ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পরামর্শদাতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- পরামর্শদাতার যোগ্যতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিতে পারবেন।

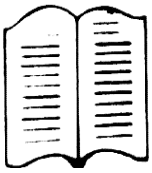

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সার্বক্ষণিক পরামর্শ প্রদান ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হতে পারে তা হল -

- খেলাধুলা, পড়াশুনা ও মত বিনিময়ের সঙ্গী নির্বাচন
- ভাই বোন ও সহপাঠীদের সঙ্গে আচরণ
- পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে স্থান কাল ভেদে আচরণ
- সামাজিক পরিবেশে আচরণ
- স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা
- অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা
- ধর্মীয় ও নৈতিক আচরণ
- জীবন পথের লক্ষ্য স্থিরকরণ
- স্কুলের যাবতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ পূর্বক পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান
- মানসিক ও আবেগিক সংগতিবিধান এবং
- আত্মকেন্দ্রীকতা, হীনমন্যতা ইত্যাদি বর্জন সংক্রান্ত

এ সব পরিস্থিতিতে পরমার্শ দাতা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে থাকেন।

পরামর্শ দাতার ভূমিকা

পরামর্শদাতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে পরমর্শদাতাকে ন্যায় ও সততার সঙ্গে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে ভালভাবে জেনে, তার সমস্যার মান, মাত্রা উপলব্ধি করে বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক তাকে পর ামর্শ প্রদান করাই হবে পরামর্শ দাতার জন্য যথার্থ কাজ।

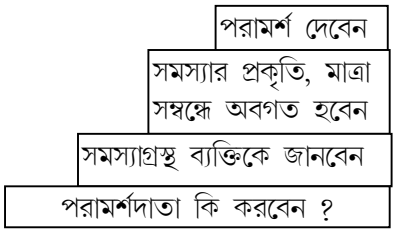

চিত্র ৫-৬.১ পরামর্শদাতার ভূমিকা

পরামর্শদাতা যদি পরামর্শ গ্রহীতার প্রত্যেকটি সমস্যাকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা না করে প্রায় একই ধরনের সমস্যার প্রেক্ষিতে একই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক কাজে অগ্রসর হন, তবে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভুল করতে পারেন। একজন পরামর্শ দাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য বড় জটিল। তাঁকে সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দানে অবস্থাভেদে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে কর্মে, ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে প্রীতিপূর্ণ, বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি

আচরণ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করা বড় জটিল ব্যাপার। তাই পরামর্শদাতার প্রতিটি আচরণ যেন অর্থবহ হয় সে সম্পর্কে তিনি সতর্ক থাকবেন। আচরণসমূহকে অর্থবহ করতে গিয়ে তিনি যেন স্থবির হয়ে না পড়েন সেদিকেও খেয়াল রাখবেন তিনি।

পরামর্শ দাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন পরামর্শদাতার কর্তব্য হল শিক্ষার্থীকে ভালভাবে জেনে তার অভাবসমূহ পূরণ করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীকে জানার জন্য তিনি মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন। পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আচরণধারা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করবেন এবং তাকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হতে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করবেন। তিনি পেশাগত বা বৃত্তিমূলক উপজীবিকার বিভিন্ন পথের ধারণা সম্পর্কিত তথ্য অবশ্যই সংগ্রহ করবেন। শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রাত্যহিক আলোচনার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এ সমস্ত সমাজ স্বীকৃত সুষ্ঠু ধারণযোগ্যতা সঞ্চার করবেন। স্বাস্থ্যগত পরামর্শের জন্য তিনি শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেবেন। সময় সুযোগ মত শিক্ষার্থীদের গৃহ, পরিবেশ, আর্থিক সংগতি ইত্যাদি নিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। তিনি শিক্ষার্থীকে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্ম মর্যাদাশীল করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেন।

পরামর্শ দাতার যোগ্যতা ও গুণাবলী

পরামর্শ প্রদানের জন্য একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে -

১. সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধা
২. শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির উপর ব্যাপক ধারণা এবং স্কুলের কর্মসূচির উপর সুষ্ঠু সঠিক ধারণা
৩. বিভিন্ন পেশার অবস্থা, গুরুত্ব, যোগ্যতা, চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান এবং নিয়োগ কর্তা ও কর্মীদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান
৪. বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহের ধারণা
৫. জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং সম্পর্ক গঠনে নৈপুন্য
৬. শিক্ষার্থীর সামর্থ, অভিরুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির উপর গঠিত অভীক্ষাসমূহের প্রয়োগ বিধি ও মূল্যায়নে গভীর জ্ঞান ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা
৭. দৃঢ় চিত্ততা, চারিত্রিক সংগতি
৮. উদার দৃষ্টিভঙ্গি
৯. বিজ্ঞানভিত্তিক সুস্পষ্ট ধারণা

একটি কথা নিশ্চয় সবার জানা আছে - আমাদের নবী হযরত মুহম্মদ(দঃ) এর কাছে কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে আগে তিনি নিশ্চিত হতেন যে ঐ ধরনের বিশেষ ব্যাপারে পরমার্শ দেওয়ার যোগ্যতা তাঁর আছে।

সারাংশ

এ পাঠের শেষে আমরা বলতে পারি আাজকের বিদ্যালয়গামী কিশোর, আধুনিক শিক্ষার্থী সম্প্রদায়কে সঠিক ও সমাজ স্বীকৃত পরামর্শ দিতে হলে শিক্ষককে স্বীয় প্রচেষ্টায় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পেশাজীবি হিসেবে তাই বাংলাদেশে বিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুমাত্র সুষ্ঠু পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

অ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। পরামর্শদাতার ভূমিকা কিরূপ ?
- ক) প্রাতিষ্ঠানিক
- খ) বন্ধুসুলভ ও প্রীতিপূর্ণ
- গ) বন্ধুসুলভ এবং প্রাতিষ্ঠানিক
- ঘ) ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ

২। কোনটি পরামর্শদাতার কাজ
- ক) নিজ হাতে সমস্যার সমাধান করে দেওয়া
- খ) সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা
- গ) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা
- ঘ) আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির উপর ব্যাপক ধারণা কিভাবে একজন শিক্ষককে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতে সাহায্য করে ? ব্যাখ্যা করুন।

২. দৃঢ় চিত্ততা ও চারিত্রিক সংগতির অভাব থাকলে একজন পরামর্শদাতার কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে ?

সঠিক উত্তর ঃ অ. ১। খ ২। খ

পাঠ ৭

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক পরামর্শের প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের শিক্ষা নির্দেশনার প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সম্ভাব্য সমাধানের সংকেত প্রদান করতে পারবেন।

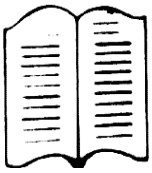

এ পৃথিবীতে মানুষের চাহিদার শেষ নেই, সমস্যারও শেষ নেই। সমস্যা নিপীড়িত মানুষ স্বীয় চেষ্টায় না পারলে সমস্যা সমাধানের জন্য অপরের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে সমাধানের পথ নির্দেশ দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। সে পথ অনুসরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়, তবেই এক সময় সমাধান আসতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। নির্দেশনাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সে সব দেশে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা গড়ে উঠেছে। অধিকার বঞ্চিত নিরক্ষর মহিলাদের বিবিধ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য গড়ে উঠছে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশেও এ সম্পর্কে বেশ ভাবনা চিন্তা চলছে। ''বীর প্রতীক'' উপাধি ঘোষণার ২৫ বৎসর পর মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবির সামাজিক স্বীকৃতি লাভ এর একটি উদাহরণ। তবে কিশোর ও তরুণ সমাজকে সাহায্য করার জন্য গঠিত কোন নির্দেশনা ও পরামর্শ সংস্থা বর্তমানে নেই। বাংলাদেশে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় জনিত এই দুঃসময়ে নির্দেশনা সংস্থার একান্ত প্রয়োজন। এদেশে কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যে সামাজিক অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে তাতে এমন ধারা চলতে থাকলে দেশ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কেননা, আজকের তরুণরাই হচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিক ; কিশোর ও তরুণ সম্প্রদায় ঠিকমত গড়ে উঠতে না পারলে আগামীতে যোগ্য নাগরিকের অভাব দেখা দেবে। সঠিক পথের অনুসন্ধান দিতে হলে প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা।

পরামর্শ প্রদানের কাজটি খুবই জটিল। সঠিক পরামর্শ মানুষের সঠিক পথের নির্দেশনা নিশ্চিত করে। ঠিকমত পরামর্শ না পেলে কোন ব্যক্তিই কাজে উন্নতি করতে পারে না। আমাদের দরিদ্র দেশে শিক্ষা খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তার অতি সামান্য অংশ ব্যয় করা হয়। এর কারণ আমাদের সবার জানা আছে। আমাদের অর্থের অভাব অথচ বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অসীম। সুতরাং উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। প্রাতিষ্ঠানিক ''পরামর্শ ও নির্দেশনা দান বিভাগ'' দেশের কোন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই।

অর্থ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে বিদ্যালয়ে ''পরামর্শ ও নির্দেশনা দান বিভাগ'' প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে কাজ করছেনা এ কথা যেমন সত্য তেমনি আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে ঃ অতীতে এ ধরনের বিভাগের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু ছিল আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে তার প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। সরকার, দেশ বা সমাজ একাকী এই অতিকায় সমস্যার সমাধান দিতে পারেনা। এজন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

হতাশা, সঠিক পথ নির্দেশনার অভাব, সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার অভাব, সঠিক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃত্তি বা পেশার অভাব, অর্থের অসম বন্টন ব্যবস্থা এ সবই তরুণ মনে অসন্তোষ, ক্ষোভের সৃষ্টি করছে। সঠিক, যুগোপযোগী নির্দেশনা ও পরামর্শ ব্যবস্থা

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা এ মুহূর্তেই সম্ভব না। তবে অভিভাবক, সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে বর্তমান হতাশাগ্রস্ত অবস্থার খানিকটা উন্নতি সম্ভব। তাই আমরা বলতে পারি দেশীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবক, সমাজ, বিদ্যালয় প্রত্যেকেই পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে হলে সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখতে হবে।

উন্নত বিশ্বে শিক্ষা মনোবিদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত হচ্ছে -

প্রকৃত অবস্থা

শিক্ষার্থীদের দৈহিক শাস্তি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো সনাতন চিন্তাধারার বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক মনে করেন দৈহিক শাস্তির কোন বিকল্প নেই। তাদের ধারনা দৈহিক শাস্তি অপরাধির মনে অনুশোচনার সৃষ্টি করে। এ ধারনা আংশিক সত্য হলেও দোষী শিক্ষার্থী জানল না তার দোষ বা অপরাধের মাত্রা কতখানি গুরুতর এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন গ্রহণযোগ্য আচরণটি সে করতে পারত। সুতরাং দৈহিক শাস্তি না দিয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন বিষয়টি বিবেচনা করবেন তখন তিনি শিক্ষার্থীকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে পারেন।

a

মনে করুন, আপনি গণিতের শিক্ষক। নবম শ্রেণীতে গণিত বিষয় শিক্ষণের সময় আপনি কিছু দিন ধরে লক্ষ্য করছেন পাশাপাশি তিন জন শিক্ষার্থী অত্যন্ত অমনোযোগী থাকে এবং সুযোগ পেলেই শ্রেণীকক্ষে শান্তি শৃংখলা নষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। আপনি কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পর তাদের শাস্তি দিলেন। পরদিন আবার একই ঘটনার পুণরাবৃত্তি হওয়ায় শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দিলেন। ভেবে দেখুন, এতে কি আপনি বুঝতে পারলেন ঐ তিনজন শিক্ষার্থীর অসুবিধা কোথায় ?

এক্ষেত্রে আপনার কি করা উচিত ? পাঠদান শেষে তিনজন শিক্ষার্থীকে (শিক্ষকের কক্ষে) আপনার সাথে দেখা করতে বলবেন, আলাপের সূত্র ধরে সমস্যা চিহ্নিত করবেন। তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে তাদের অসঙ্গতি ধরিয়ে দিবেন। এবং পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে এদের শ্রেণীকক্ষ আচরণ নীরবে পর্যবেক্ষণ করে আপনার নোট বই এ লিখে রাখবেন। একই দল আবার কোন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করলে তাৎক্ষণাৎ আপনি বুঝতে পারবেন সমস্যার মূল বিন্দু আগের বার আপনি খুঁজে পাননি। আবার অন্যভাবে চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোতে ''নির্দিষ্ট সমস্যার নির্দিষ্ট, ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরামর্শ দান'' সংক্রান্ত কোন সুবিধা নেই। কিন্তু দলগতভাবে প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যসূচি শুরু হয় assembly বা সমাবেশের মাধ্যমে। এখানে প্রধান শিক্ষক প্রতিদিন সম্ভব না হলেও সপ্তাহে একবার সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর সীমাবদ্ধতা কোথায়? নিচু শ্রেণী এবং উচুঁ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি, বয়স, মানসিক পরিপক্কতা কিছুই একই পর্যায়ের নয়।

কার্যকর সংকেত

সুতরাং দলগত নির্দেশনা দিতে হলে বিদ্যালয়ের দশটি শ্রেণীকে অন্তত তিনটি ভাগে ভাগ করতে হবে -

- প্রাথমিক
- নিম্ন মাধ্যমিক
- মাধ্যমিক

মাধ্যমিক পর্যায়ে আবার বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যে বয়স সীমার মধ্যে অবস্থান করে (১৪-১৭ বৎসর) সেখানে দেখা যায় ব্যক্তিগত পছন্দের পর্যায়ে না পড়লেও অনেক সময় বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনেকে গর্হিত কাজ করে ফেলে।

নিজস্ব পোশাক, পরিচ্ছদ, চালচলন সম্বন্ধেও শিক্ষার্থী হঠাৎ করে সচেতন হয়ে যায়। নিজের আর্থিক দৈন্য দশার কথা অনেক শিক্ষার্থীকেই পরিবার বা বাবা-মা সম্বন্ধে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধার ভাব এনে দেয়। পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিও হঠাৎ করে কোন ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে অসহনীয় মনে হয়। সুতরাং দলগত পরামর্শ বা নির্দেশনা বয়স, শ্রেণীভেদে পৃথক হতে বাধ্য।

সম্ভাব্য বিকল্প সমাধান

''পরামর্শ ও নির্দেশনা দান বিভাগ'' বিদ্যালয়ে নেই অথচ তরুণ সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে এরকম পরিস্থিতিতে আমরা শিক্ষক সম্প্রদায় কি করব ? দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা তথা শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে -

- আদর্শ সমাধানের জোর দাবি জানান
- বিরাজমান পরিস্থিতির যথাসম্ভব স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার কাজে সমষ্টিগতভাবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত ভাবে নিয়োজিত হওয়া

পরের পাঠে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৭

অ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। তরুণ মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলো কি কি ?
- ক) প্রয়োজনীয় সংখ্যক পেশার অভাব, অর্থের অসম বন্টন ব্যবস্থা
- খ) শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তির অভাব, দীর্ঘ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা
- গ) নিরক্ষর পিতামাতার অসহযোগ, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনীহা
- ঘ) ভাইবোনের সংখ্যাধিক্য, বিদ্যালয়ের ভৌত কাঠামোর অভাব

২। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ''পরামর্শের'' প্রকৃতি কিরূপ ?
- ক) দলগত, অপর্যাপ্ত, শিক্ষক প্রদত্ত
- খ) ব্যক্তিগত, বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত
- গ) একেবারেই অনুপস্থিত
- ঘ) অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত

৩। নির্দেশনা বিভাগের অনুপস্থিতিতে নিচের কোন কাজটি করতে হবে ?
- ক) সরকারের কাছে অনুদান দাবী করা
- খ) নিরাশ হয়ে বসে থাকা
- গ) নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সম্ভাব্য সমাধান খুঁজতে সচেষ্ট হওয়া
- ঘ) বিদেশী বিশেষজ্ঞের কাছে অর্থ ও উপকরণ সাহায্য চাওয়া

আ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

1. প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরামর্শের প্রকৃতি কিরূপ হতে পারে বলে আপনি ধারণা করছেন ? কেন ?

2. বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম পর্যায়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিকেন্দ্রীক নির্দেশনার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে কি ? আপনার অভিজ্ঞতা প্রসূত মতামত ব্যক্ত করুন।

সঠিক উত্তর ঃ অ. ১। ক ২। ক ৩। গ

পাঠ ৮

শিক্ষামূলক পরামর্শ কাজের উপাত্ত সংগ্রহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিক্ষামূলক পরামর্শ কাজের জন্য কৃতি ছাত্রদের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন
- উপাত্ত সংগ্রহের কয়েকটি পদ্ধতির নাম করতে পারবেন।

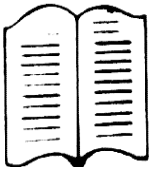

আগ্রহ, মনোভাব পরিমাপমূলক অভীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে যে ধরনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয় তা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই মূল্যবান।

শিক্ষামূলক পরমার্শ কাজের উপাত্ত সংগ্রহের অনেক পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পর্যায়ে কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বিগত বছরের শিক্ষার্থীদের ফলাফল আগামী বছরের শিক্ষার্থীদের নিকট প্রচুর মূল্য বহন করে। এক বছরের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী বছরের শিক্ষার্থীদের ফলাফল মূল্যায়নে যথেষ্ট সহায়ক।

বিদ্যালয় বা শ্রেণীর পূর্ববর্তী শিক্ষা বৎসরের ফলাফল, অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থায় পরামর্শ ও নিদেশনার প্রকৃতি নির্ধারণ করাকে বলা হয় অনুসরণ পাঠ পদ্ধতি।

এ কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্যা ও সমাধানের প্রকৃতি, পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়।

প্রাক্তন কৃতি শিক্ষার্থীদের সহায়তা

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবরণী দ্বারা বিদ্যালয়ে পরস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের একটা বিরাট সুযোগ আছে। বিদ্যালয় তার প্রাক্তন কৃতি ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করতে পারে। অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্রদের স্মৃতিচারণের সুযোগ দিলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এজন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ কৃতি ছাত্রদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করে থাকে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে কৃতি প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে অন্যান্য সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন। বড় বড় শহরে দেখা গেছে অনেক সময় প্রাক্তন ছাত্র অবসর সময়ে বিদ্যালয়ে এসে পাঠদানও করে থাকেন। কৃতি ছাত্রদের শিক্ষামূলক আলোচনা অধ্যয়নরত ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে।

অনুসরণ পাঠ পদ্ধতি

অনুসরণ পাঠে কোন ধরনের তথ্য একটি বিদ্যালয় সংগ্রহ করবে, কি ধরনের উপাত্ত একটি বিদ্যালয় সংগ্রহ করবে এ সম্বন্ধে কোন নীতিমালা প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। নিজস্ব চাহিদার উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ডাকযোগে বা অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রাক্তন ছাত্রদের প্রশ্নমালা বিতরণ করে প্রয়োজনীয় মতামত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রাক্তন ছাত্ররা কি ধরনের পরামর্শ বা নির্দেশনা লাভ করেছে বা কি ধরনের নির্দেশনা পেলে তাদের সুবিধা হত তার ব্যাখ্যা সংবলিত একটি প্রশ্নমালার উত্তর প্রদান করবে।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করে। সুতরাং তারা যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে পূরণকৃত প্রশ্নমালা জমা দিয়ে যাবে।

এ সমস্ত পূরণকৃত প্রশ্নমালা শুধুমাত্র সংগ্রহ করলেই চলবেনা। মতামতগুলো গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করতে হবে। এবং প্রয়োজন বোধে নীতি নির্ধারণী ব্যবস্থাপনায় কিছু রদবদলও করতে হবে।

সারণী ৫-৮.১ প্রাক্তন ছাত্রদের মাধ্যে বিতরণযোগ্য একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা প্রশ্নমালা

নাম -
পাশের বৎসর -

বিষয়বস্তু	সম্ভাব্য উত্তর	
	হ্যাঁ	না
শিক্ষকদের আচরণ রুচি সম্মত ছিল ?		
বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিতে শিক্ষক আগ্রহ প্রকাশ করতেন?		
শিক্ষকদের সাথে খোলামেলা আলাপের সুযোগ ছিল ?		
ব্যক্তিগত ব্যাপারে শিক্ষকবৃন্দ পরামর্শ দিতে আগ্রহী ছিলেন ?		
সহপাঠীদের ব্যবহার বন্ধুভাবাপন্ন ছিল ?		
বয়ঃসন্ধিকালের অনুসন্ধিৎসুমূলক প্রশ্নের উত্তর দিতেন শিক্ষকবৃন্দ ?		
ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত বিরোধ সংগঠিত হত সহপাঠীদের সঙ্গে ?		
নেতৃত্ব দান সংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধ সহপাঠীদের ছিল ?		
নেশা সংক্রান্ত ব্যাপারে কখনো মতবিরোধ হয়েছে ?		
সহপাঠীদের কারো নেশা করার অভ্যাস ছিল ?		
বয়ঃসন্ধিকালের অনুসন্ধিৎসুমূলক আলোচনা হত সহপাঠীদের সঙ্গে?		

চলমান শিক্ষার্থীদের সহায়তা

শুধুমাত্র প্রাক্তন ছাত্রদের বক্তব্য, মতামত নয় চলমান ছাত্রদের মতামতও সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষারত থাকাকালীন অবস্থায় তারা স্বাধীনভাবে সত্য মতামত প্রকাশ করতে ভীত হতে পারে। তাদের ধারণা হতে পারে পরিচিতি প্রকাশ পেলে হয়তবা শিক্ষক অসন্তুষ্ট হবেন। তাই চলমান (current) ছাত্রদের বেলায় প্রশ্নপত্রে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য আহবান করা হবে না।

যারা বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে তাদের চেয়ে যারা বিদ্যালয়ে আছে তাদের প্রশ্নমালা পূরণ করার কাজে উদ্বুদ্ধ করা সহজ। এ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীর সব শিক্ষার্থী সম্বন্ধে বাৎসরিক বিস্তৃত লিখিত রিপোর্ট সংরক্ষণ করবেন। নিজস্ব বিষয় ছাড়াও ঐ শ্রেণীর অন্য সব শিক্ষকের লিখিত মতামত নিয়মিত সংগ্রহ করবেন। সম্ভব হলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের মতামতও লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

আমাদের দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে নিয়মিত আলোচনা সভায় মিলিত হন, এখানে প্রত্যেকটি শ্রেণীর উন্নতি, অবনতি পর্যালোচনা করা হয়। কোন বিশেষ ফলাফল, শিক্ষার্থীর অসৌজন্যমূলক আচরণ সব কিছুই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কোন মনোবিজ্ঞানী পরামর্শদানকারী হিসাবে উপস্থিত থাকেন না বলে সব সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান বের করা সম্ভব হয় না।

শিক্ষামূলক পরামর্শ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অনুসরণ পাঠ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য আরো নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ কর সম্ভব। এর মধ্যে একটি হল সামাজিক জরিপ প্রথা। দেশে বিদেশে অসংখ্য গবেষণা সংস্থা এই সামাজিক জরিপ প্রথার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রতিক গবেষণা কাজ পরিচালনা করছে। প্রশ্নমালা জরিপ প্রথাও ব্যবহৃত হয়। কিছু দিন আগে পর্যন্ত মনে করা হত আমাদের দেশের মানুষ এ সমস্ত জরিপ কাজে বিশেষ সাড়া দেয় না। কিন্তু অতি সম্প্রতি দেখা গেছে জনসাধারণ বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রুপ বা sample group এর মাঝে বিতরণ করে দেখা গেছে গ্রহণকারী অতি যত্ন সহকারে তা পূরণ করে ডাকযোগে সেটি যথাস্থানে ফেরৎ পাঠান।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এককভাবে বা কয়েকটি সমমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্মিলিত ভাবে এ ধরনের প্রশ্নমালা জরিপ কাজ পরিচালনা করতে পারেন। সংগৃহীত মতামত পর্যালোচনা করে যে সমস্ত জোরালো বক্তব্য পাওয়া যাবে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়সমূহ শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বা পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা উন্নত করতে পারেন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত জরিপ প্রথার প্রকারভেদ -

- পেশাগত জরিপ
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি জরিপ
- বিনোদনমূলক সুযোগের জরিপ
- যুব সেবা সংস্থার জরিপ
- সামাজিক সংগঠনের জরিপ
- স্থানীয় এবং আঞ্চলিক কর্মসংস্থার জরিপ

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয়ক ধ্যান ধারনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে, বর্তমানে শুধুমাত্র জ্ঞান বিষয়ক ভাবনা চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবেনা। শিক্ষার্থীদের চরিত্র নির্মল রাখতে হলে, কর্মচাঞ্চল্য দ্বারা শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্ট রাখতে হলে যুগের দাবী মানতে হবে। গুরুগম্ভীর ''পন্ডিতমশাই'' রূপধারী শিক্ষক না হয়ে বরং এখন শিক্ষার্থীদের সর্ব বিষয়ের পরামর্শদাতা হতে হবে। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে একটি পরিবর্তিত ধারণা - পরিবেশ থেকে ছাত্রকে বিছিন্ন করে বিদ্যাদান করা সম্ভব নয়। অনুকূল পরিবেশে বন্ধুসুলভ মনোভাব দ্বারা শিক্ষক কাজ পরিচালনা করলে তা শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী চিহ্ন রাখে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৫

অ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্ষেত্রে পরামর্শ বলতে কি বুঝেন ? পরামর্শের স্বরূপ নির্ণয় করুন।
২. পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা কি ? পরামর্শ কত প্রকার ও কি কি ?
৩. পরামর্শদাতার যোগ্যতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিন।
৪. পরামর্শ দাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।
৫. অনির্দেশিত পরামর্শ কি ?
৬. নির্দেশিত পরমর্শের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
৭. অনির্দেশিত পরামর্শের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
৮. অনুসরণ পাঠের উপাত্ত সংগ্রহের মূলনীতি কয়টি ও কি কি ?
৯. সামাজিক জরিপ কত প্রকার ও কি কি ?
১০. বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বিদ্যালয় পরিচালিত ''নির্দেশনা বিভাগ'' চালু না থাকার কারণ সমূহ কি কি ?
১১. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা কি ?
১২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিক শাস্তি অপরাধের মূল বিন্দু খুঁজে পায়না - ব্যাখ্যা করুন।

আ. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। স্বীয় প্রচেষ্টায় কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারলে মানুষকে কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়?
   ক) উচ্চ শিক্ষিত
   খ) বৈজ্ঞানিক
   গ) সাহিত্যিক
   ঘ) অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান

২। অনুসরণ পাঠদান ব্যবহৃত হয়-
   ক) চাকুরি ক্ষেত্রে
   খ) শ্রেণী পাঠদান কাজে
   গ) খেলার মাঠে
   ঘ) রাজনীতিতে

সঠিক উত্তর ঃ আ. ১। ঘ ২। খ

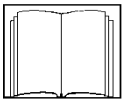

তথ্যসূত্র

১. ঘোষ অ. (১৯৭১) : পরিমাপ ও পরিসংখ্যান, এডুকেশনাল এন্টার প্রাইজার্স, কলিকাতা
২. রায় সু. (১৯৮৩) : মূল্যায়ন ঃ নীতি ও কৌশল, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা
৩. দাশ. জ. চ. শু : ইসলাম, এফ.এম.এ. (১৯৯৫) : মূল্যায়ন ঃ পরিসংখ্যান পরিচিতি (MGD 2207) স্কুল অব বিজনেস, বাউবি, ঢাকা
৪. আজাদ, মো. আ. কা. (১৯৯৩) : উচ্চ মাধ্যমিক পরিসংখ্যান, সাহিত্য কোষ, ঢাকা
৫. Mostafa, M.G (1972) : Methods of Statistics, Karim Press, Dhaka
৬. Gupta, S.P; Gupta MP (1994) : Business Statistics, Sultan Chand and sons, India
৭. Guilford, J.P. (1965) : fundamental Statistics in Psychology and Education, Mc Graw Hill, tokyo
৮. হোসেন, ম, তপন, শা, (১৯৯৬) : পরিসংখ্যানগত পরিমাপ ও অভীক্ষা, স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি